দৈনিক খবর

তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সোহরাওয়ার্দী কলেজে গুলী ।। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

সোহরাওয়ার্দী কলেজে গতকাল বৃহস্পতিবার দু'দল ছাত্রের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গুলী ও ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে। কলেজ ছাত্র সংসদে নির্বাচিতদের

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

সোহরাওয়ার্দী কলেজে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরুর সাথে সাথে এ হাঙ্গামা বেঁধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিশ ফাঁকা গুলী ও ১৩ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করেছে।

পুলিশের সূত্র জানায়, সকাল ১১টায় ছাত্রদলের নির্বাচিত ছাত্র সংসদ কর্মকর্তারা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু করে। এ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান শুরু হওয়া মাত্র এর আগে অস্ত্রসহ গ্রেফতারকৃত মুন্নার ভাই টিটোর নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একদল ছাত্র হামলা শুরু করে। হামলাকারীরাও ছাত্রদলের অংশ। প্রথমেই কড়া পুলিশ পাহারা ভেদ করে প্রতিপক্ষ ছাত্রদল কর্মীরা অনুষ্ঠানস্থলে ঢুকে ব্যাপক বোমা ফাটাতে থাকে। ষ্টেনগান, কাটা রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল দিয়ে গুলী ছুঁড়তে থাকে। প্রায় একশ' বোমা-গুলীর বিকট শব্দে কলেজ প্রাঙ্গণ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কলেজের আশপাশের রাস্তাঘাটেও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকাল থেকে মোতায়েন দাঙ্গা পুলিশ প্রথমে দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে ফাঁকা গুলী ও ১৩ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। গ্যাসে কলেজ এলাকায় অন্ধকার পরিস্থিতি বিরাজ করে। হাঙ্গামায় অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী ও পথচারী আহত হয়। গুরুতর আহত বা নিহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

মহানগর পুলিশের তদন্তকারী সংস্থার একজন কর্মকর্তা জানান, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময়ে অস্ত্রসহ গ্রেফতারকৃত মুন্নার ছোট ভাই টিটোকে এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়নি। এ জন্যেই সে ক্ষুব্ধ হয়ে শপথ অনুষ্ঠান পন্ড করার জন্যে এ হামলা চালিয়েছে। তদন্তকারীদের মতে ছাত্রদলের একটি অংশ যাদেরকে 'দলছুট' বলা হয়, তারাই এ হামলা চালিয়েছে। ছাত্র সংসদ ভিপি গোলাম হায়দার মুকুট এ সন্ত্রাসের ব্যাপারে ১৬ জনকে অভিযুক্ত করে সূত্রাপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। সকাল ১১টা থেকে প্রায় ১টা পর্যন্ত হাঙ্গামা ও উত্তেজনার পর শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে।

এদিকে মুকুট ও সগীরের নেতৃত্বে ছাত্রদলের একটি প্রতিবাদ মিছিল সোহরাওয়ার্দী ও জগন্নাথ কলেজ প্রদক্ষিণ করেছে। সোহরাওয়ার্দীর সামনে হাঙ্গামার প্রতিবাদে এ সমাবেশ করা হয়। এতে হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবী জানানো হয়েছে।